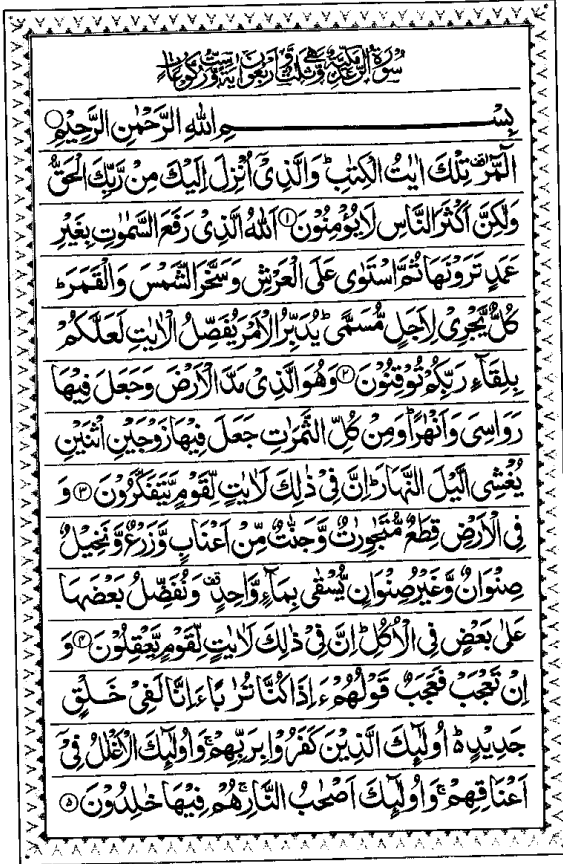


الرصد ۱۳

২৫০

وما آتينا ۱۳



সূরা রা'দ

মক্কায় অবতীর্ণ : আয়াত ৪৩

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু—

(১) আলিফ-লাম-মীম-রা ; এগুলো কিতাবের আয়াত। যা কিছু আপনার পালনকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে, তা সত্য। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহ্, যিনি উর্ধ্বদেশে স্থাপন করেছেন আকাশমণ্ডলীকে স্তম্ভ ব্যতীত। তোমারা সেগুলো দেখ। অতঃপর তিনি আরশের উপর অধিষ্ঠিত হয়েছেন। এবং সূর্য ও চন্দ্রকে কর্মে নিয়োজিত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময় যোতাবেক আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় পরিচালনা করেন, নিদর্শনসমূহ প্রকাশ করেন, যাতে তোমরা স্বীয় পালনকর্তার সাথে সাক্ষাত সমুদ্রে নিশ্চিত বিশ্বাসী হও। (৩) তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দু' দু' প্রকার সৃষ্টি করে রেখেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্যে নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে। (৪) এবং যমিনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে— একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙ্গুরের বাগান আছে আর শস্য ও খজুর রয়েছে— একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দেই। এগুলোর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা চিন্তা ভাবনা করে। (৫) যদি আপনি বিস্ময়ের বিষয় চান, তবে তাদের একথা বিস্ময়কর যে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, তখনও কি নতুনভাবে সৃষ্টিত হবে? এরাই স্বীয় পালনকর্তার সত্যয় অবিশ্বাসী হয়ে গেছে, এদের গর্দানেই লৌহ-শৃংখল পড়বে এবং এরাই দোষী এরা তাতে চিরকাল থাকবে।

অবতীর্ণ হয়েছে, ইউসুফ (আঃ)—এর কাহিনী থেকে কোনটিই খালি নয়।— (মাহহারী)

— অর্থাৎ, এ

কোরআন সব বিষয়েরই বিস্তারিত বিবরণ। অর্থাৎ, কোরআন পাকে এমন প্রত্যেক বিষয়ের বিবরণ রয়েছে, যা ধর্মীয় ক্ষেত্রে মানুষের জন্যে জরুরী। এবাদত, লেন-দেন, চরিত্র, সামাজিকতা, রাষ্ট্র পরিচালনা রাজনীতি ইত্যাদি মানব জীবনের প্রত্যেকটি ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অবস্থার সাথে সম্পর্কযুক্ত বিধান ও নির্দেশ এতে রয়েছে। আরও বলা হয়েছে : এ কোরআন ঈমানদারদের জন্যে হেদায়েত ও রহমত। এতে বিশেষ করে ঈমানদারদের কথা বলার কারণ এই যে, উপকারিতা ঈমানদারগণই পেতে পারেন। যদিও কাকেরের জন্যেও কোরআন রহমত ও হেদায়েত, কিন্তু তাদের কুকর্ম ও অবাধ্যতার কারণে এ রহমত ও হেদায়েত তাদের পক্ষে শাস্তির কারণ হয়ে যায়।

শায়খ আবু মনসুর বলেন : সমগ্র সূরা ইউসুফ এবং এতে সন্নিবেশিত কাহিনী বর্ণনা করার উদ্দেশ্য হচ্ছে রসূলুল্লাহ (সাঃ)—কে সাহসনা প্রদান করা যে, স্বজাতির হাতে আপনি যেসব নির্যাতন ভোগ করেছেন, পূর্ববর্তী পয়গম্বরগণও সেগুলো ভোগ করেছেন। কিন্তু পরিণামে আল্লাহ তাআলা পয়গম্বরগণকেই বিজয়ী করেছেন। আপনার ব্যাপারটিও তদ্রূপই হবে।

সূরা ইউসুফ সমাপ্ত

সূরা রা'দ

আনুষঙ্গিক স্ফাতব্য বিষয়

সূরা তুর রা'দ মক্কায় অবতীর্ণ। এতে সর্বমোট ৪৩টি আয়াত রয়েছে। এ সূরায়ও কোরআন পাকের সত্যতা, তওহীদ ও রেসালতের বর্ণনা এবং বিভিন্ন সন্দেহের উত্তর উল্লেখিত হয়েছে।

الْحَيُّ এগুলো খণ্ডবর্ণ। এসবের অর্থ আল্লাহ তাআলাই জানেন। উশ্মতকে এর অর্থ বলা হয়নি। সর্বসাধারণের পক্ষে এর পেছনে পড়াও সমীচীন নয়।

হাদীসও কোরআনের মত শোদায়ী ও হী : প্রথম আয়াতে বর্ণিত হয়েছে যে, কোরআন পাক আল্লাহর কালাম এবং সত্য। কিতাব বলা কোরআনকেই বোঝানো হয়েছে এবং وَالَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ বলাও কোরআনকেই বোঝানো যেতে পারে। কিন্তু عطف এবং واو অক্ষরটি বাহ্যতঃ বোঝায় যে, কিতাব এবং الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ স্বতন্ত্র বিষয়। এমতাবস্থায় কিতাবের অর্থ কোরআন এবং الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكَ এর অর্থ ওহী যা কোরআন ছাড়া রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে এসেছে। কেননা, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত থাকতে পারে না যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর কাছে ওহী আসত, তা শুধু কোরআনেই সীমাবদ্ধ নয়। স্বয়ং কোরআনে বলা হয়েছে :

وَأَنبِئُونَا مِنَ الْهُدَىٰ إِن هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

রসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী কোন কিছু বলেন না ; বরং তাঁর উক্তি একটি ওহী, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রেরিত হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, রসূলুল্লাহ (সাঃ) কোরআন ছাড়া অন্য কোন বিধি-বিধান দিয়েছেন, সেগুলোও আল্লাহর পক্ষ থেকেই অবতীর্ণ। পার্থক্য

৬৯৬  
গ্রাম  
কর  
বুজি  
কুক  
উত্ত  
জও  
করা  
লক্ষ  
মুদ  
পদ্ম  
সং  
কও  
দেয়  
ক্ষ  
চির  
সুখ  
বিধি  
দূর  
এব  
যে  
কি  
বে  
এত  
ও :  
এ  
বে  
হে  
হে  
পা  
আ  
ভি  
আ  
পে  
ক  
হে  
এ  
উ  
ক

এতটুকু যে, কোরআনের তেলাওয়াত করা হয় এবং সেগুলোর তেলাওয়াত হয় না। এ পার্থক্যের কারণ এই যে, কোরআনের অর্থ ও শব্দ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে এবং কোরআন ছাড়া হাদীসে যেসব রিদ্দ-বিধান রয়েছে, সেগুলোর মর্ম আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ; কিন্তু শব্দ অবতীর্ণ নয়। এ জন্যেই নামাযে এগুলোর তেলাওয়াত হয় না।

সেমতে আয়াতের অর্থ এই যে, এই কোরআন এবং যেসব রিদ্দ-বিধান আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়, সেগুলো সব সত্য এবং সন্দেহের অবকাশমুক্ত কিন্তু অধিকাংশ লোক চিন্তা-ভাবনা না করার কারণে তা বিশ্বাস করে না।

দ্বিতীয় আয়াতে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব ও তওহীদের প্রমাণাদি বর্ণিত হয়েছে। অর্থাৎ, তার সৃষ্টি ও কারিগরির প্রতি গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বিশ্বাস করতে হবে যে, এগুলোর এমন একজন স্রষ্টা আছেন, যিনি সর্বশক্তিমান এবং সমগ্র সৃষ্টজগত যাঁর মুঠোর মধ্যে।

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا অর্থাৎ, আল্লাহ এমন এক সত্তা, যিনি আকাশসমূহকে সুবিস্তৃত ও বিশাল গম্বুজাকার খুঁটি ব্যতীত উঠে উন্নীত রেখেছেন যেমন তোমরা আকাশসমূহকে এ অবস্থায়ই দেখ।

আকাশের দেহ দৃষ্টিগোচর হয় কি? সাধারণতঃ বলা হয় যে, আমাদের মাথার উপরে যে নীল রঙ দৃষ্টিগোচর হয়, তা আকাশের রঙ। কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলেনঃ আলো ও অন্ধকারের সংমিশ্রণে এই রঙ অনুভূত হয়। নীচে তারকারাশীর আলো এবং এর উপরে অন্ধকার। উভয়ের সংমিশ্রণে বাইরে থেকে নীল রঙ অনুভূত হয়; যেমন গভীর পানিতে আলো বিচ্ছুরিত হলে তা নীল দেখা যায়। কোরআন পাকের কতিপয় আয়াতে আকাশ দৃষ্টিগোচর হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে; যেমন এ আয়াতে **وَاللَّيْلِ السَّمَاءُ كَيُفَ تَرَوْنَهَا** বলা হয়েছে এবং অন্য এক আয়াতে **وَاللَّيْلِ كَيُفَ تَرَوْنَهَا** বলা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের বক্তব্য প্রথমতঃ এর পরিপন্থী নয়।

কেননা, এটা সম্ভব যে, আকাশের রঙও নীলাভ হবে অথবা অন্য কোন রঙ হবে; কিন্তু মধ্যস্থলে আলো ও অন্ধকারের মিশ্রণের ফলে নীল দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। শূন্যের রঙের মধ্যে যে আকাশের রঙও শামিল রয়েছে, এ কথা অস্বীকার করার কোন প্রমাণ নেই।

تُسَبِّحُ لِلَّهِ عَلَى الْعَرْشِ অর্থাৎ অতঃপর আরশের উপর প্রতিষ্ঠিত ও বিরাজমান হলেন, যা সিংহাসনের অনুরূপ। এ বিরাজমান হওয়ার স্বরূপ কারও বোধগম্য নয়। এতটুকু বিশ্বাস রাখা যথেষ্ট যে, যেরূপ বিরাজমান হওয়ার তাঁর পক্ষে উপযুক্ত, সেরূপেই বিরাজমান রয়েছে।

وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلَّ يَوْمٍ فِي آيَاتٍ مُّسْتَوِيٍّ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা সূর্য ও চন্দ্রকে আঞ্জাধীন করেছেন। প্রত্যেকটিই একটি নির্দিষ্ট গতিতে চলে।

আঞ্জাধীন করার অর্থ এই যে, উভয়কে যে যে কাজে নিয়োজিত করেছেন, তারা অহর্নিশ তা করে যাচ্ছে। হাজারো বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেছে; কিন্তু কোন সময় তাদের গতি চুল পরিমাণও কম-বেশী হয়নি। তারা ক্লাস্ত হয় না এবং কোন সময় নিজের নির্দিষ্ট কাজ ছেড়ে অন্য কাজে লিপ্ত হয় না। নির্দিষ্ট সময়ের দিকে ধাবিত হওয়ার এ অর্থও হতে পারে যে, তারা সমগ্র বিশ্বের জন্যে নির্ধারিত সময় অর্থাৎ কেয়ামতের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এ গম্বুজস্থলে পৌঁছার পর মহাজগতের গোটা ব্যবস্থাপনা তছনছ

হয়ে যাবে।

আরেকটি সম্ভাব্য অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক গ্রহের জন্যে একটি বিশেষ গতি ও বিশেষ কক্ষপথ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা সব সময় নিজ নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত গতিতে চলমান থাকে। চন্দ্র নিজ কক্ষপথ এক মাসে এবং সূর্য এক বছরে অতিক্রম করে।

এসব গ্রহের এক-একটির আয়তন পৃথিবীর চাইতে বহুগুণ বড়। এগুলো বিশেষ কক্ষপথে বিশেষ গতিতে হাজারো বছর যাবৎ একই ভঙ্গিতে চলমান রয়েছে। এদের কলকল্লা কখনও ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, ভাঙে না এবং মেরামতেরও প্রয়োজন দেখা দেয় না। বিজ্ঞানের বর্তমান চূড়ান্ত উন্নতির পরও মানব নির্মিত বস্তুসমূহের মধ্যে এদের পূর্ণ নজীর দূরের কথা, হাজার ভাগের এক ভাগ পাওয়াও অসম্ভব। প্রকৃতির এই ব্যবস্থাপনা উচ্চৈঃশ্বরে ডেকে বলছে যে, এর পেছনে এমন একজন স্রষ্টা ও পরিচালক রয়েছে, যিনি মানুষের অনুভূতি ও চেতনার বহু উর্ধ্বে।

يُدَبِّرُ الْأُمُورَ — অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক কাজ পরিচালনা করেন। সাধারণতঃ মানুষ নিজের কলাকৌশলের জন্যে গর্ববোধ করে; কিন্তু একটু চোখ খুলে দেখলেই বোঝা যাবে যে, তার কলাকৌশল কোন বস্তু সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ তাআলা সৃজিত বস্তুসমূহের নির্ভুল ব্যবহার বোঝে নেয়। তার কলাকৌশলের শেষ গম্বুয। পার্থিব বস্তুসামগ্রী ব্যবহার করার যে ব্যবস্থা, তাও মানুষের সামর্থ্যের বাইরে। কেননা, মানুষ প্রত্যেক কাজে অন্য হাজারো মানুষ, জানোয়ার ও অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মুখাপেক্ষী, যেগুলোকে সে নিজ কলাকৌশলের মাধ্যমে নিজের কাজে নিয়োজিত করতে পারে না। আল্লাহর শক্তিই প্রত্যেক বস্তুকে অন্য বস্তুর সাথে এমনভাবে জুড়ে দিয়েছে যে, আপনা থেকেই এসে জড়ো হয়। আপনার গৃহ নির্মাণের প্রয়োজন হলে স্থপতি থেকে শুরু করে রঙ পালিশকারী সাধারণ কর্মী পর্যন্ত শত শত মানুষ নিজেদের দৈহিক সামর্থ্য ও কারিগরি বিদ্যা নিয়ে আপনার সেবা করতে প্রস্তুত দেখা যাবে। বহু দোকানে বিকল্প নির্মাণ-সামগ্রী আপনি নিজ প্রয়োজনে প্রস্তুত পাবেন। কিন্তু নিজস্ব অর্থ অথবা কলাকৌশলের জোরে এসব বস্তুর মূল উপাদান সৃষ্টি করতে এবং সব মানুষকে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ ও কারিগরী প্রতিভা সম্পন্ন করে গড়ে তুলতে আপনি সক্ষম হবেন কি? আপনি কেন, কোন বৃহত্তর সরকারও আইনের জোরে এ ব্যবস্থা কয়েম করতে পারে না। নিঃসন্দেহে স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদান এবং তদ্বারা বিশ্বব্যবস্থার নিখুঁত পরিচালনা একমাত্র চিরঞ্জীব ও মহা ব্যবস্থাপক আল্লাহরই কাজ। মানুষ একে নিজের কলাকৌশল মনে করলে তা মুর্খতা বৈ আর কিছু হবে না।

يُقَوِّضُ الْأُمُورَ অর্থাৎ, তিনি আয়াতসমূহকে তন্ন তন্ন করে বর্ণনা করেন। এর অর্থ কোরআনের আয়াতসমূহ হতে পারে। আল্লাহ তাআলা এগুলো নাযিল করেছেন। অতঃপর রসূলুল্লাহ (সাঃ) —এর মাধ্যমে তা বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন।

অথবা আলোচ্য আয়াতের অর্থ আল্লাহ তাআলা অপার শক্তির নিদর্শনাবলীও হতে পারে। অর্থাৎ, আসমান যমীন ও স্বয়ং মানুষের অস্তিত্ব, এগুলো বিস্তারিতভাবে সর্বদা ও সর্বত্র মানুষের দৃষ্টির সামনে বিদ্যমান রয়েছে।

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ অর্থাৎ, সমগ্র সৃষ্টজগৎ ও তার বিশ্বয়কর পরিচালনা-ব্যবস্থা আল্লাহ তাআলা এজন্যে কয়েম করেছেন, যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করে পরকাল ও কেয়ামতে বিশুশী হও।

কেননা, এ বিস্ময়কর ব্যবস্থা ও সৃষ্টির প্রতি লক্ষ্য করার পর পরকালে মানুষকে পুনর্বাসী সৃষ্টি করাকে আল্লাহর শক্তি বহির্ভূত মনে করা সম্ভব হবে না। যখন শক্তির অন্তর্ভুক্ত ও সম্ভবপর বোঝা যাবে, তখন দেখতে হবে যে, এ সংবাদ এমন এক ব্যক্তি দিয়েছেন, যিনি জীবনে কোন দিন মিথ্যা বলেননি। কাজেই তা বাস্তবতাসম্পন্ন ও প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ সন্দেহ থাকতে পারে না।

تِئِينِهُ وَهُوَ الَّذِي مَكَدَ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَأَنْهَارًا

ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে ভারী পাহাড়-পর্বত ও নদ-নদী সৃষ্টি করেছেন।

ভূমণ্ডলের বিস্তৃতি তার গোলাকৃতির পরিপন্থী নয়। কেননা, গোলাকার বস্তু যদি অনেক বড় হয়, তবে তার প্রত্যেকটি অংশ একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠের মতই দৃষ্টগোচর হয়। কোরআন পাক সাধারণ মানুষকে তাদের দৃষ্টিকোণে সম্পোধন করে। বাহাদরী ব্যক্তি পৃথিবীকে একটি বিস্তৃত পৃষ্ঠরূপে দেখে। তাই একে বিস্তৃত করা শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এরপর পৃথিবীর ভারসাম্য বজায় রাখা ও অন্যান্য অনেক উপকারিতার জন্যে এর উপর সুউচ্চ ও ভারী পাহাড় প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। এসব পাহাড় একদিকে ভূ-পৃষ্ঠের ভারসাম্য বজায় রাখে এবং অন্যদিকে সমগ্র সৃষ্টজীবকে পানি পৌঁছাবার ব্যবস্থা করে। পানির বিরাট ভাণ্ডার পাহাড় শৃঙ্গ বরফ আকারে সঞ্চিত রাখা হয়। এর জন্যে কোন চৌবাচ্চা নেই। এবং তা তৈরী করারও প্রয়োজন নেই। অপবিত্র বা দূষিত সন্তোষার ও কোন সম্ভাবনা নেই। অতঃপর এ ফলশুধারা থেকেই কোথাও প্রকাশ্য নদ-নদী ও খাল-বিল নির্গত হয় এবং কোথাও ভূগর্ভেই লুকিয়ে থাকে। অতঃপর কূপের মাধ্যমে এ ফলশুধারার সন্ধান করে তা থেকে পানি উত্তোলন করা হয়।

وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيًا وَأَنْهَارًا

থেকে নানাবিধ ফল-ফসল উৎপন্ন করছেন এবং প্রত্যেক ফলের-ফসলের দু'দু'প্রকার সৃষ্টি করছেন : লাল, সাদা, টক-মিষ্টি। وَرَوَاسِيًا এর অর্থ দুই না হয়ে একাধিক হতে পারে, যেগুলোর সংখ্যা কমপক্ষে দু'হবে। তাই বিষয়টি وَرَوَاسِيًا শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। وَرَوَاسِيًا এর অর্থ নর ও মাদী হওয়াও অসম্ভব নয়। যেমন, অভিজ্ঞতা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, অনেক বৃক্ষ নর ও মাদী হয়। উদাহরণতঃ খেজুর, পেঁপে ইত্যাদি। অন্যান্য বৃক্ষের মধ্যেও এরূপ সম্ভাবনা আছে ; যদিও গবেষণা এখনো এতটা অগ্রসর হয়নি।

يُعْشَى الْيَوْمَ لِلنَّهَارِ - অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই রাত্রি দ্বারা দিনকে

ঢেকে দেন। অর্থাৎ, দিনের আলোর পর রাত্রি নিয়ে আসেন ; যেমন কোন উজ্জ্বল বস্তুকে পর্দা দ্বারা আবৃত করে দেয়া হয়।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ - নিঃসন্দেহে সমগ্র সৃষ্টি ও তার

পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার মধ্যে চিন্তাশীলদের জন্যে আল্লাহ তাআলার অপার শক্তির বহু নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

وَ فِي الْأَرْضِ قَطْعٌ وَجُعْدَةٌ مِنَ الْعَنَابِ وَرُزْزُقٌ وَجَنِينٌ

صُنُورَانِ وَعَيْرٌ صُنُورَانِ يُشْفَى بِسَاءِ وَاجِدٍ وَنَقَطٌ مِّنْ بَعْضِ مَا عَالِ

بَعْضُ فِي الْأَرْضِ

অর্থাৎ, অনেক ভূমিখণ্ড পরস্পর সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রকৃতি ও

বেশিষ্টো বিভিন্নরূপ। কোনটি উর্বর ও কোনটি অনুর্বর, কোনটি নরম ও কোনটি শক্ত এবং কোনটি শস্যের উপযোগী এবং কোনটি বাগানের উপযোগী। এসব ভূখণ্ডে রয়েছে আঙ্গুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এক খেজুরবৃক্ষ। তন্মধ্যে কোন বৃক্ষ এমন যে, এক কাণ্ড উপরে পৌঁছে দু'কাণ্ড হয়ে যায় ; যেমন সাধারণ বৃক্ষ এবং কোনটিতে এক কাণ্ডই থাকে ; যেমন খেজুরবৃক্ষ ইত্যাদি।

এসব ফল একই জমিতে উৎপন্ন হয়, একই পানি দ্বারা সিক্ত হয় এবং চন্দ্র সূর্যের কিরণ ও বাতাস সবই এক রকম পায় ; কিন্তু এ সত্ত্বেও এসবের রঙ ও স্বাদ বিভিন্ন এবং আকারে ছোট ও বড়। সংলগ্ন হওয়া সত্ত্বেও নানা ধরনের বিভিন্নতা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, একই উৎস থেকে উৎপন্ন বিচিত্রধর্মী এসব ফল-ফসলের সৃষ্টি কোন একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সম্ভার আদেশের অধীনে চালু রয়েছে—শুধু বস্তুর রূপান্তরে নয়। যেমন এক শ্রেণীর অস্ত্র লোক তাই মনে করে। কেননা, নিছক বস্তুর রূপান্তর হলে সব বস্তু অভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও এ বিভিন্নতা কিরাপে হত। একই জমি থেকে এক ফল এক ঋতুতে উৎপন্ন হয় এবং অন্য ফল অন্য ঋতুতে। একই বৃক্ষে একই ডালে বিভিন্ন প্রকার ছোট বড় এবং বিভিন্ন স্বাদের ফল ধরে।

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ - নিঃসন্দেহে এতে আল্লাহর শক্তি,

মাহাত্ম্য ও একত্বের বহু নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমানদের জন্যে। এতে ইঙ্গিত আছে যে, যারা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না, তারা বুদ্ধিমান নয়—যদিও দুনিয়াতে তারা বুদ্ধিমান ও সমঝদার বলে কথিত হয়।

কাফেরদের সন্দেহ ছিল তিনটি। (এক) তারা মৃত্যুর পর পুনর্জীবন এবং হাশরের হিসাব-কিতাবকে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করত। এ কারণেই তারা পরাকালের সংবাদদাতা পয়গম্বরগণকে এবং তাঁদের নবুওয়তকে অস্বীকার করত। কোরআন পাকের এক আয়াতে তাদের এ সন্দেহ বর্ণনা করে বলা হয়েছে : مَنْ نُّكِرَ لَكَ عَلَىٰ جِبِلٍّ يُبَشِّرُكُمْ إِذَا مَا تَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ نَّكَرًا مِّنَ الْأَنْفُسِ أَفَرَأْتُمْ أَفْعَالَهُمْ إِذَا مَا تَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ نَّكَرًا مِّنَ الْأَنْفُسِ أَفَرَأْتُمْ أَفْعَالَهُمْ إِذَا مَا تَأْتِيهِمْ يَوْمَئِذٍ نَّكَرًا مِّنَ الْأَنْفُسِ

তারা এসব কথা দ্বারা পয়গম্বরগণের প্রতি উপহাস করার জন্যে বলত এস, আমরা তোমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির কথা বলি, সে বলে যে, তোমরা যখন মৃত্যুর পর খণ্ডবিখণ্ড হয়ে যাবে এবং ধূলিকণা হয়ে ছড়িয়ে পড়বে, তখন তোমাদেরকে আবার নতুনভাবে সৃষ্টি করা হবে।

মৃত্যুর পর পুনর্জীবনের প্রমাণ : আলাচ্য ৫ নং আয়াতে তাদের এ সন্দেহের জওয়াব দেয়া হয়েছে : وَإِنَّ تَجْنِبَ نَجَبٍ فَوَيْلٌ لَّهُمْ إِذَا كَانُوا

شُرَكَاءَ لِلَّذِي خَلَقَهُمْ جَدِيدًا

এতে রসুলুল্লাহ (সাঃ)-কে সম্পোধন করে

বলা হয়েছে যে, আপনি আশ্চর্যান্বিত হবেন যে, কাফেররা আপনার সুস্পষ্ট মো'জেযা এবং নবুওয়তের প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও আপনার নবুওয়ত স্বীকার করে না। পক্ষান্তরে তারা নিশ্চয় ও চেতনহীন পাথরকে উপাস্য মানে, যে পাথর নিজের উপকার ও ক্ষতি করতেও সক্ষম নয়, অপরের উপকার ও ক্ষতি কিরাপে করবে ?

কিন্তু এর চাইতে অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে তাদের এই উক্তি যে, আমরা মৃত্যুর পর যখন মাটি হয়ে যাবে, তখন দ্বিতীয় বার আমাদেরকে কিরাপে সৃষ্টি করা হবে ; এটা কি সম্ভবপর ? কোরআন পাক এ আশ্চর্যের কারণ স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেনি। কেননা, পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে আল্লাহর অপার শক্তির বিস্ময়কর বহিঃপ্রকাশ বর্ণনা করে প্রমাণিত করা হয়েছে যে, তিনি সর্বশক্তিমান। তিনি সমগ্র সৃষ্টজগতকে অনন্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ يَا سَيِّدِنَا قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ  
 قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَعْفَرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى  
 ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا الْوَلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ  
 لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْفٍ وَمَا يَغِيضُ  
 الْأَرْحَامَ وَمَا تَرْجَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِإِقْدَالٍ عِلْمِ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ الْمُتَعَالِ ۝ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسْرَعَ الْقَوْلُ  
 مِنْ جَهْرٍ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝  
 لَهُ مَعْقِبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهَا  
 مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُعْزِزُ مَا يُقْوِمُ حَتَّىٰ يُعْزِزُوا مَا  
 يَأْتِيهِمْ وَإِذْ أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءَ عَذَابٍ لَا مَرَدَ لَهُ وَمَا لَهُمْ  
 مِنْ دُونِهِ مِنْ آلٍ ۝ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 وَيُنزِلُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۝ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ  
 مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ  
 يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ ۝

(৬) এরা আপনার কাছে মঙ্গলের পরিবর্তে দ্রুত অমঙ্গল কামনা করে। তাদের পূর্বে অনুরূপ অনেক শাস্তিস্রোত জনগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে। আপনার পালনকর্তা মানুষকে তাদের অন্যায় সত্ত্বেও ক্ষমা করেন এবং আপনার পালনকর্তা কঠিন শাস্তিদাতাও বটে। (৭) কাফেররা বলে : তাঁর প্রতি তাঁর পালনকর্তার পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন অবতীর্ণ হল না কেন? আপনার কাজ তো ভয় প্রদর্শন করাই এবং প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পক্ষদর্শক হয়েছে। (৮) আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী যা গর্ভধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা সঙ্কুচিত ও বর্ধিত হয়। এবং তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (৯) তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহাশক্তিম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) জোমাদের মধ্যে কেউ গোপনে কথা বলুক বা তা সশব্দে প্রকাশ করুক, রাতের অন্ধকারে সে আত্মগোপন করুক বা প্রকাশ্য দিবালোকে বিচরণ করুক, সবাই তাঁর নিকট সমান। (১১) তাঁর পক্ষ থেকে অনুসরণকারী রয়েছে তাদের অগ্রে এবং পশ্চাতে, আল্লাহর নির্দেশে তারা ওদের হেফযত করে। আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যে পর্যন্ত না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ যখন কোন জাতির উপর বিপদ চান, তখন তা রদ হওয়ার নয় এবং তিনি ব্যতীত তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। (১২) তিনিই জোমাদেরকে বিদূষ দেখান ভয়ের জন্যে এবং আশার জন্যে এবং উদ্ভিত করেন ঘন মেঘমালা। (১৩) তাঁর প্রশংসা পাঠ করে বন্ধ এবং সব কেরেশতা, সভয়ে। তিনি বন্ধপাত করেন, অতঃপর যাকে ইচ্ছা, তাকে তা দূরা আঘাত করেন; তথাপি তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতণ্ডা করে, অথচ তিনি মহাশক্তিশালী।

এনেছেন, অতঃপর প্রত্যেক বস্তুর অস্তিত্বের মধ্যে এমন রহস্য নিহিত রেখেছেন, যা অনুভব করাও মানুষের সাধ্যাতীত। বলাবাহুল্য, যে সত্তা প্রথমবার কোন বস্তুকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনতে পারেন, তাঁর পক্ষে পুনর্বীর অস্তিত্বে আনা কিরূপে কঠিন হতে পারে? কোন নতুন বস্তু তৈরী করা মানুষের পক্ষেও প্রথমবার কঠিন মনে হয়; কিন্তু পুনর্বীর তৈরী করতে চাইলে সহজ হয়ে যায়।

আশ্চর্যের বিষয়, কাফেররা একথা বিশ্বাস করে যে, প্রথমবার সমগ্র বিশ্বকে অসংখ্য হেকমতসহ আল্লাহ তাআলাই সৃষ্টি করেছেন। এরপর পুনর্বীর সৃষ্টি করাকে তারা কিরূপে অসম্ভব ও যুক্তিবিরুদ্ধ মনে করে?

সম্ভবতঃ অবিশ্বাসীদের কাছে বড় প্রশ্ন যে, মরে মাটি হয়ে যাওয়ার পর মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ মূলিকণার আকারে বিশুময় ছড়িয়ে পড়ে। বায়ু এসব মূলিকণাকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দেয়। অতঃপর কেয়ামতের দিন এসব মূলিকণাকে কিরূপে একত্রিত করা হবে এবং একত্রিত করে কিরূপে জীবিত করা হবে?

কিন্তু তারা দেখে না যে, তাদের বর্তমান অস্তিত্বের মধ্যেও সারা বিশ্বের কণা একত্রিত রয়েছে। বিশ্বের প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বস্ত্রসমূহ, পানি, বায়ু ও এদের আনীত কণা মানুষের খাদ্যের মধ্যে शामिल হয়ে তার দেহের অংশে পরিণত হয়। এ বেচারী অনেক সময় জানেও না যে, যে লোকমাটি সে মুখে পুরছে, তাতে কতগুলো কণা আফ্রিকার, কতগুলো আমেরিকার এবং কতগুলো প্রাচ্য দেশসমূহের রয়েছে? যে সত্তা অপার শক্তি ও কলা-কৌশলের মাধ্যমে সারা বিশ্বের বিক্ষিপ্ত কণাসমূহকে একত্রিত করে, এমন মানুষ ও জন্তুর অস্তিত্ব খাড়া করেছেন, আগমীকাল এসব কণা একত্রিত করা তাঁর পক্ষে কোন মুশকিল হবে? অথচ বিশ্বের সমস্ত শক্তি—পানি, বায়ু ইত্যাদি তাঁরই আচ্ছাদন। তাঁর ইজিতে বায়ু পানি এবং শূন্য তার ভিতরকার সব কণা যদি একত্রিত করে দেয়, তবে তা অবিশ্বাস্য হবে কেন?

সত্যি বলতে কি, কাফেররা আল্লাহ তাআলার শক্তি ও মহিমাকে চিনতেই পারেনি। তারা নিজেদের শক্তির নিরিখে আল্লাহর শক্তিকে বোঝে। অথচ নভোমণ্ডল, ভূমণ্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সব বস্তু আপন আপন মর্যাদা সম্পর্কে সম্যক সচেতন এবং আল্লাহ তাআলার আচ্ছাদিত।

মোটকথা, সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখা সত্ত্বেও কাফেরদের পক্ষে নবুওয়ত অস্বীকার করা যেমন আশ্চর্যের বিষয়, তার চাইতেও অধিক আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে কেয়ামতের পুনর্জীবন ও হাশরের দিন যে অস্বীকার করা।

এরপর অবিশ্বাসীদের শাস্তি উল্লেখ করে বলা হয়েছে যে, এরা শুধু আপনাকেই অস্বীকার করে না; বরং প্রকৃতপক্ষে পালনকর্তাকেও অস্বীকার করে। তাদের শাস্তি এই যে, তাদের গর্দানে লৌহশৃঙ্খল পরানো হবে এবং তারা চিরকাল দোযখে বাস করবে।

#### আনুবাঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কাফেরদের দ্বিতীয় সন্দেহ ছিল এই : যদি বাস্তবিকই আপনি আল্লাহর রসূল হয়ে থাকেন, তবে রসূলের বিরুদ্ধাচরণের কারণে আপনি যেসব শাস্তির কথা শুনান, সেগুলো আসে না কেন? ৬ নং আয়াতে এর জওয়াব দেয়া হয়েছে :

“তারা বিপদমুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পূর্বেই আপনার কাছে বিপদ নাযিল হওয়ার তাগাদা করে (যে, আপনি নবী হয়ে থাকলে তাৎক্ষণিক আযাব এনে দিন। এতে বোঝা যায় যে, তারা আযাব আসাকে খুবই অবাস্তব অথবা অসম্ভব মনে করে।) অথচ তাদের পূর্বে অন্য কাফেরদের উপর অনেক আযাব এসেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। এমতাবস্থায় ওদের উপর আযাব অবাস্তব হল কিরূপে? এখানে مثلات শব্দটি مثلاً—এর বহুবচন। এর অর্থ অপমানকর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি।

এরপর বলা হয়েছে : নিশ্চিতই আপনার পালনকর্তা মানুষের গোনাহ ও অবাধ্যতা সত্ত্বেও অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। যারা এ ক্ষমা ও দয়া দ্বারা উপকৃত হয় না এবং অবাধ্যতায় ডুবে থাকে, তাদের জন্যে তিনি কঠোর শাস্তিদাতাও বটে। কাজেই কোনরূপ ভুল বুঝাবুঝিতে লিপ্ত থাকা উচিত নয় যে, আল্লাহ যখন ক্ষমাশীল, দয়ালু, তখন আমাদের উপর কোন আযাব আসতেই পারে না।

কাফেরদের তৃতীয় সন্দেহ ছিল এই যে, আমরা রসূল (সাঃ)—এর অনেক মু'জ্জেযা দেখেছি; কিন্তু বিশেষ ধরনের যেসব মু'জ্জেযা আমরা দেখতে চাই, সেগুলো তিনি প্রকাশ করেন না কেন? এর উত্তর তৃতীয় আয়াতে দেয়া হয়েছে :

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَرَبُّهُمُ هَادٍ

“কাফেররা আপনার নবুওয়তের বিরুদ্ধে আপত্তি তুলে বলে যে, আমরা যে বিশেষ মু'জ্জেযা দেখতে চাই; তা তাঁর উপর নাযিল করা হল না কেন? এর উত্তর এই যে, মু'জ্জেযা জাহির করা পয়গম্বরের ইচ্ছাধীন নয়; বরং এটা সরাসরি আল্লাহর কাজ। তিনি যখন যে ধরনের মু'জ্জেযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন। তিনি কারও দাবী ও খায়েশ পূরণ করতে বাধ্য নন। এ জন্যেই বলা হয়েছে : إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ অর্থাৎ, আপনার কাজ শুধু কাফেরদেরকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা—মু'জ্জেযা জাহির করা নয়।

وَلَوْلَا قَوْلُهُمْ هَادٍ — অর্থাৎ, পূর্ববর্তী উম্মতের মধ্যে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্যে পথপ্রদর্শক ছিল। আপনি একক নবী নন। জাতিকে পথপ্রদর্শন করা সব পয়গম্বরেরই দায়িত্ব ছিল। মু'জ্জেযা প্রকাশ করার ক্ষমতা কাউকে দেয়া হয়নি। আল্লাহ তাআলা যখন যে ধরনের মু'জ্জেযা প্রকাশ করতে চান, তাই করেন।

প্রত্যেক দেশে ও জনগোষ্ঠীর মধ্যে পয়গম্বরের আসা কি জরুরী? আয়াতে বলা হয়েছে : প্রত্যেক কওমের জন্যে একজন পথপ্রদর্শক ছিলেন। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন সম্প্রদায় ও ভূখণ্ড পথপ্রদর্শক থেকে খালি থাকতে পারে না; যে কোন পয়গম্বরের হোক কিংবা পয়গম্বরের প্রতিনিধিরূপে তাঁর দাওয়াতের প্রচারক হোক। উদাহরণতঃ সূরা ইয়াসীনে পয়গম্বরের পক্ষ থেকে প্রথমে দু'ব্যক্তিকে কোন সম্প্রদায়ের কাছে প্রেরণের কথা উল্লেখিত রয়েছে। তাঁরা স্বয়ং নবী ছিলেন না। এরপর তাঁদের সাহায্য ও সর্মথনের জন্যে তৃতীয় ব্যক্তিকে পাঠানোর কথা বর্ণিত রয়েছে।

তাই এ আয়াত থেকে একথা আবশ্যিকভাবে প্রমাণিত হয় না যে, আমাদের উপমহাদেশেও কোন নবী-রসূল জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তবে

রসূলের দাওয়াত পৌছানোর জন্যে যুগে যুগেই এ দেশে প্রচুর সংখ্যক সাধক প্রচারকের আগমন প্রমাণিত রয়েছে। এ ছাড়া এ জাতীয় অসংখ্য পথপ্রদর্শক যে এখানে জন্মগ্রহণ করেছেন, তাও সবার জানা।

এ পর্যন্ত তিন আয়াতে নবুওয়ত অস্বীকারকারীদের সন্দেহের জগুয়ান বর্ণিত হয়েছে। চতুর্থ আয়াতে আবার তওহীদের আসল বিষয়বস্তু উল্লেখিত হয়েছে। সূরার শুরু থেকেই এ সম্পর্কে আলোচনা হয়ে এসেছে। বলা হয়েছে :

أَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَاتُ أَنْتُمْ ..... عِنْدَهُ مَقَادِيرُ

অর্থাৎ, প্রত্যেক নারী যে গর্ভধারণ করে, তা ছেলে কি মেয়ে, সূত্রী কি কুশ্রী, সং কি অসং—তা সবই আল্লাহ জানেন এবং নারীদের গর্ভশায়ে যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, অর্থাৎ কোন সময় এক বা একাধিক সন্তান জন্মগ্রহণ করে, কোন সময় দ্রুত কোন সময় দেরীতে— তাও আল্লাহ জানেন।

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলার একটি বিশেষ গুণ বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ‘আলেমুল গায়ব’। সৃষ্টিজগতের প্রতিটি অণু-পরমাণু ও সেসবের পরিবর্তনশীল অবস্থা সম্পর্কে তিনি ওয়াকিফহাল। এর সাথেই মানব সৃষ্টির প্রতিটি স্তর, প্রতিটি পরিবর্তন ও প্রতিটি চিহ্ন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। গর্ভস্থ সন্তান ছেলে না মেয়ে না উভয়ই; না কিছুই না—শুধু পানি অথবা বায়ু রয়েছে—এসব বিষয়ের নিশ্চিত ও নির্ভুল জ্ঞান একমাত্র তিনিই রাখেন। লক্ষ্যাদিষ্টে কোন হাকীম অথবা ডাক্তার এ ব্যাপারে যে মত ব্যক্ত করে, তার মর্যাদা, ধারণা ও অনুমানের চাইতে বেশী নয়। অনেক সময় বাস্তব ঘটনা এর বিপরীত প্রকাশ পায়। আধুনিক এজার মেশিনও এ সত্য উদ্ঘাটন করতে অক্ষম। এর সত্যিকার ও নিশ্চিত জ্ঞান একমাত্র আল্লাহ তাআলাই রাখেন। এ বিষয়টিই অন্য এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে :

وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই জানেন মাঝি গর্ভশায়ে রয়েছে।

আরবী ভাষায় تَبَيَّنَ শব্দটি হ্রাস পাওয়া ও শুষ্ক হওয়ার অর্থে ব্যবহৃত হয়। আলোচ্য আয়াতে এর বিপরীতে تَزَادَ শব্দ এসে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে যে, এখানে অর্থ হ্রাস পাওয়া। উদ্দেশ্য এই যে, জননীর গর্ভশায়ে যা কিছু হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তার বিশুদ্ধ জ্ঞান আল্লাহ তাআলাই রাখেন। এ হ্রাস-বৃদ্ধির অর্থ গর্ভজাত সন্তানের সংখ্যায় হ্রাস-বৃদ্ধি হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভে এক সন্তান আছে কিংবা বেশী এবং জন্মের সময়ও হ্রাস-বৃদ্ধিও হতে পারে, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান কত মাস, কত দিন ও কত ঘণ্টায় জন্মগ্রহণ করে একজন বাহ্যিক মানুষের অস্তিত্ব লাভ করবে, তার নিশ্চিত জ্ঞানও আল্লাহ ছাড়া কেউ রাখতে পারে না।

তফসীরবিদ মুজাহিদ বলেন : গর্ভাবস্থায় নারীদের যে রক্তপাত হয়, তা গর্ভস্থ সন্তানের দৈহিক আয়ন ও স্বাস্থ্য হ্রাসের কারণে হয়। تَبَيَّنَ বলে এই হ্রাস বোঝানো হয়েছে। বাস্তব সত্য এই যে, হ্রাসের ষড় প্রকার রয়েছে, আয়াতের ভাষা সবগুলোতেই পরিব্যপ্ত।

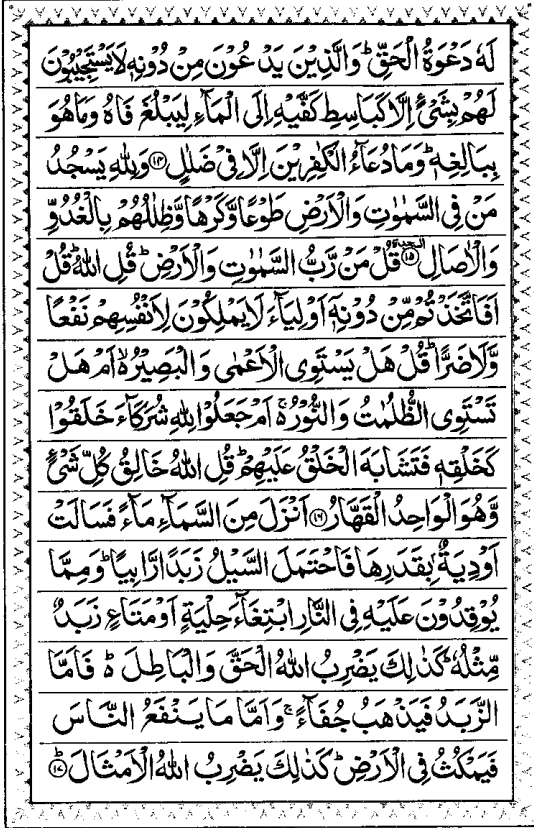
وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার কাছে প্রত্যেক বস্তু একটি বিশেষ অনুমান ও মাপ রয়েছে। এর কমও হতে পারে না এবং বেশীও হতে পারে না। সন্তানের সব অবস্থাও এর অন্তর্ভুক্ত। তাঁর প্রত্যেকটি বিষয় আল্লাহ তাআলার কাছে নিখারিত আছে। কতদিন গর্ভ থাকবে, কতকাল দুনিয়াতে জীবিত থাকবে এবং কি পরিমাণ রিযিক



الرصد ۱۳

২৫২

وما أبرئى ۱۳



(১৪) সত্যের আহ্বান একমাত্র তাঁরই এবং তাকে ছাড়া যাদেরকে ডাকে, তারা তাদের কোন কাজে আসে না ; ওদের দৃষ্টান্ত সেরূপ, যেমন কেউ দু' হাত পানির দিকে প্রসারিত করে যাতে পানি তার মুখে পৌঁছে যায় ; অথচ পানি কোন সময় পৌঁছাবে না। কাফেরদের যত আহ্বান তার সবই পথভ্রষ্টতা। (১৫) আল্লাহকে সেজদা করে যা কিছু নভোমণ্ডলে ও ভূমণ্ডলে আছে ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় এবং তাদের প্রতিচ্ছায়াও সকাল-সন্ধ্যায়। (১৬) জিজ্ঞেস করুন নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের পালনকর্তা কে ? বলে দিন : আল্লাহ। বলুন : তবে কি তোমরা আল্লাহ ব্যতীত এমন অভিভাবক হির করেছ, যারা নিজেদের ভাল-মন্দেরও মালিক নয় ? বলুন : অজ্ঞ চক্ষুস্থান কি সমান হয় ? অথবা কোথাও কি অজ্ঞকার ও আলোর সমান হয়। তবে কি তারা আল্লাহর জন্য এমন অংশীদার হির করেছে যে, তারা কিছু সৃষ্টি করেছে, যেমন সৃষ্টি করেছেন আল্লাহ ? অতঃপর তাদের সৃষ্টি এরূপ বিভ্রান্তি ঘটিয়েছে ? বলুন : আল্লাহই প্রত্যেক বস্তুর স্রষ্টা এবং তিনি একক, পরাক্রমশালী। (১৭) তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর প্রোতখারা প্রবাহিত হতে থাকে নিজ নিজ পরিমাণ অনুযায়ী। অতঃপর প্রোতখারা স্থবীত ফেনারানি উপরে নিয়ে আসে। এবং অলঙ্কার অথবা তৈজসপত্রের জন্যে যে বস্তুকে আগুনে উত্তপ্ত করে, তাতেও তেমনি ফেনারানি থাকে। এমনিভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত প্রদান করেন। অতএব, ফেনা তো শুকিয়ে খতম হয়ে যায় এবং যা মানুষের উপকারে আসে, তা জমিতে অবশিষ্ট থাকে। আল্লাহ এমনিভাবে দৃষ্টান্তসমূহ বর্ণনা করেন।

তাআলাই কোন বান্দাকে বিপদে জড়িত করতে চান, তবে একম রক্ষামূলক পাহারা নিশ্চয় হয়ে যায়।

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَذِّبُ مَنَّا بِقَوْلِهِ حَتَّى يُعَذِّبُوا مَا يَأْتِيهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ  
بِقَوْمٍ مَسْئَةً فَلَا تَرُدُّهَا وَ مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ স্বয়ং তারাই নিজেদের অবস্থা ও কাজকর্ম মন্দ ও অশান্তিতে পরিবর্তিত করে না নেয়। (তারা যখন নিজেদের অবস্থা অবাধ্যতা ও নাফরমানীতে পরিবর্তিত করে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলাও স্বীয় কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন। বলাবাহুল্য,) যখন আল্লাহ তাআলাই কাউকে আযাব দিতে চান, তখন কেউ তা রদ করতে পারে না এবং আল্লাহর নির্দেশের বিপরীতে তার সাহায্যার্থে কেউ এগিয়ে আসতে পারে না।

সারকথা এই যে, মানুষের হেফায়তের জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফেরেশতাদের পাহারা নিয়োজিত থাকে ; কিন্তু সম্প্রদায় যখন আল্লাহর নেয়ামতের কৃতজ্ঞতা ও তাঁর আনুগত্য ত্যাগ করে কুকর্ম, কুচরিত্র ও অবাধ্যতার পথ বেছে নেয়, তখন আল্লাহ তাআলাও স্বীয় রক্ষামূলক পাহারা উঠিয়ে নেন। এরপর আল্লাহর গযব ও আযাব তাদের উপর নেমে আসে। এ আযাব থেকে আত্মরক্ষার কোন উপায় থাকে না।

এ ব্যাখ্যা থেকে জানা গেল যে, আলোচ্য আয়াতের অবস্থা পরিবর্তন করার উদ্দেশ্য হচ্ছে যখন কোন সম্প্রদায় আনুগত্য ও কৃতজ্ঞতার পথ ত্যাগ করে স্বীয় অবস্থায় মন্দ পরিবর্তন সূচিত করে, তখন আল্লাহ তাআলাও স্বীয় অনুকম্পা ও হেফায়তের কর্মপন্থা পরিবর্তন করে দেন।

এ আয়াতের অর্থ সাধারণভাবে এরূপ বর্ণনা করা হয় যে, কোন জাতির জীবনে কল্যাণকর বিপ্লব ততক্ষণ পর্যন্ত আসে না, যতক্ষণ তারা এ কল্যাণকর বিপ্লবের জন্যে নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নিজেদেরকে তার যোগ্য করে না নেয়।

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ حَوَاقٍ وَطَبَعًا وَيُنزِلُ السَّحَابَ الثَّمَرَاتِ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলাই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ প্রদর্শন করেন। এটা মানুষের জন্যে ভয়েরও কারণ হতে পারে। কারণ, এটা যে জ্বালাপাত পতিত হয় সবকিছু জ্বালিয়ে ছাইভস্ম করে দেয়। আবার এটা আশও সঞ্চার করে যে, বিদ্যুৎ চমকানোর পর বৃষ্টি হবে, যা মানুষ ও জীব-জন্তুর জীবনের অবলম্বন। এবং আল্লাহ তাআলাই বড় বড় ভারী মেঘমালাকে মৌসুমী বায়ুতে রূপান্তরিত করে উষ্ণিত করেন এবং জলপূর্ণ মেঘমালাকে শূন্যে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যান। এরপর স্বীয় ফয়সালা ও তরুণীর অনুযায়ী যথা ইচ্ছা, তা বর্ষণ করেন।

وَيَسِّرُ الرِّجْلَ الرِّجْلَيْنِ وَالْمَلَائِكَةَ مِنَ خَيْفَتِهِ

অর্থাৎ, রা'দ আল্লাহ

তাআলার প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতার তসবীহ পাঠ করে এবং ফেরেশতারাও তাঁর ভয়ে তসবীহ পাঠ করে। সাধারণের পরিভাষায় রা'দ বলা হয় মেঘের গর্জনকে, যা মেঘমালার পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে সৃষ্টি হয়। এর তসবীহ পাঠ করার অর্থ ঐ তসবীহ যে সম্পর্কে কোরআন পাকের অন্য এক আয়াতে উল্লেখিত রয়েছে যে, ভূমণ্ডল ও নভোমণ্ডলে এমন কোন বস্তু নেই, যে আল্লাহর তসবীহ পাঠ করে না। কিন্তু সাধারণ মানুষ এই তসবীহ শুনে সক্ষম হয় না। ==

কোন কোন হাদীসে আছে যে, বৃষ্টি বর্ষণের কাজে নিযুক্ত ও আদি

الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلرَّيَّةِ الْحَسَنَى وَالَّذِينَ لَهُمْ نَسَبٌ إِلَى اللَّهِ وَأُولَئِكَ  
 لَهُمْ تَأْوِيلُ الْأَرْضِ حَيْثُ مَا كُنُوا مَعَهُ لَا مَقْدُورَ عَلَيْكَ أُولَئِكَ لَهُمْ  
 سُوءُ الْحِسَابِ وَأُولَئِكَ لَهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَ الْبِهَادُ أَفَمَنْ يَعْلَمُ  
 أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ غَنِيٌّ أَلَمْ يَكُنْ لِيُتْلَأْ  
 الْأَلْبَابُ ۗ الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ وَلَا يَتَّقُونَ لِيُتْلَى  
 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْتَفُونَ زَعْمُهُمْ  
 يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۗ وَالَّذِينَ صَدَّوْا بَيْنَ النَّجْوَى وَجِهَةِ رِيحِهِمْ  
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُسِرُّونَ وَعَلِيانَةٌ  
 وَيَتَذَكَّرُونَ ۗ وَالْحَسَنَةُ السَّيِّئَةُ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَدِيدٌ ۗ جَاءَتْ  
 عِدَّتُهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنزَلْنَاهُمْ فِيهَا وَجْهًا مَلْمُومًا ۗ يَدْخُلُونَ  
 عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ۗ سَلَمٌ عَلَيْهِمْ يَوْمَ تَكْفُرُ فَمَنْ  
 عَقِبَى الدَّارِ ۗ وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ  
 وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَسُدُّونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ  
 لَهُمُ الْبَرَكَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمُ السُّرُورُ ۗ وَالَّذِينَ يَسُدُّونَ فِي الْأَرْضِ  
 وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُسِرُّونَ ۗ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْأَرْضِ إِلَّا دُخَانٌ

(১৮) যারা পালনকর্তার আদেশ পালন করে, তাদের জন্যে উত্তম প্রতিদান রয়েছে একে যারা আদেশ পালন করে না, যদি তাদের কাছে জগতের সবকিছু থাকে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরও থাকে, তবে সবই নিজদের মুক্তিপনস্বরূপ দিয়ে দেবে। তাদের জন্যে রয়েছে কঠোর হিসাব। তাদের আবাস হবে জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকট অবস্থান! (১৯) যে ব্যক্তি জানে যে, যা কিছু পালনকর্তার পক্ষ থেকে আপনার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য, সে কি ঐ ব্যক্তির সমান, যে অন্ধ? তারাই বোঝে, যারা বেশকিঙ্গসন্দ্বন্দ। (২০) এরা এমন লোক, যারা আল্লাহর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে এক অসীকার ভঙ্গ করে না। (২১) একে যারা বজায় রাখে ঐ সম্পর্ক, যা বজায় রাখতে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এক স্বীয় পালনকর্তাকে ভয় করে এবং কঠোর হিসাবের আশঙ্কা রাখে। (২২) একে যারা স্বীয় পালনকর্তার সন্তুষ্টির জন্যে সবার করে, নামায প্রতিষ্ঠা করে আর আমি তাদেরকে যা দিয়েছি, তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা মন্দের নিপতীতে ভাল করে, তাদের জন্যে রয়েছে পরকালের গৃহ। (২৩) তা হচ্ছে বসবাসের বাগান। তাতে তারা প্রবেশ করবে এবং তাদের সংকমশীল বাপ-দাদা, স্বামী-স্ত্রী ও সন্তানেরা। ফেরেশতারা তাদের কাছে আসবে ঐত্বক দরজা দিয়ে। (২৪) বলবে : তোমাদের সবার কারণে তোমাদের উপর শাস্তি বর্ষিত হোক। আর তোমাদের এ পরিশ্রম-গৃহ কতই না চমককার। (২৫) একে যারা আল্লাহর অসীকারকে দৃঢ় ও পাকা-পোক্ত করার পর তা ভঙ্গ করে, আল্লাহ যে সম্পর্ক বজায় রাখতে আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, ওরা ঐ সমস্ত লোক যাদের জন্যে রয়েছে অভিসম্পাত এবং ওদের জন্যে রয়েছে কঠিন আশ্রয়। (২৬) আল্লাহ যার জন্যে ইচ্ছা রুখী প্রস্তুত করেন এবং সঙ্কুচিত করেন। তারা পার্থিব জীবনের প্রতি মুগ্ধ। পার্থিবজীবন পরকালের সামনে অতি সামান্য সম্পদ বৈনয়।

ফেরেশতার নাম রা'দ। এই অর্থে তসবীহ পাঠ করার মানে সুস্পষ্ট।

وَصَوَاعِقُ - এখানে صواعق শব্দটি  
 وَرُسُلِ الصَّوَاعِقِ يُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ  
 এর বহুবচন। এর অর্থ বজ্র, যা মাটিতে পতিত হয়। আয়াতের  
 উদ্দেশ্য এই যে, আল্লাহ তাআলাই এসব বিদ্যুৎ মর্ত্যে প্রেরণ করেন,  
 যেগুলো দ্বারা যাকে ইচ্ছা জ্বালিয়ে দেন।

وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْحِسَابِ  
 এখানে محال শব্দটি  
 যীমের ঘেরযোগে কৌশল, শাস্তি, শক্তি-সামর্থ্য ইত্যাদি অর্থে প্রযুক্ত হয়,  
 আয়াতের অর্থ এই যে, তারা আল্লাহ তাআলার তওহীদের ব্যাপারে  
 পারস্পরিক কলহ-বিবাদ ও তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত রয়েছে; অথচ আল্লাহ  
 তাআলা শক্তিশালী কৌশলকারী। তাঁর সামনে সবার চাতুরী অচল।

সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত : উভয় দৃষ্টান্তের সারমর্ম এই যে, এসব  
 দৃষ্টান্ত ময়লা ও আবর্জনা যেমন কিছুক্ষণের জন্যে আসল বস্তুর উপরে  
 দৃষ্টগোচর হয়; কিন্তু পরিণামে তা আস্তাকুড়ে নিক্ষিপ্ত হয় এবং আসল  
 বস্তু অবশিষ্ট থাকে, তেমনি মিথ্যাকে যদিও কিছুদিন সত্যের উপরে  
 প্রাধান্য বিস্তার করতে দেখা যায়; কিন্তু অবশেষে মিথ্যা বিলুপ্ত ও পর্যুদস্ত  
 হয় এবং সত্য অবশিষ্ট ও প্রতিষ্ঠিত থাকে।—(জালালাইন)

#### আনুষ্ঠানিক জ্ঞাতব্য বিষয়

أَلَمْ يَتَذَكَّرُوا أَلْبَابًا - অর্থাৎ বিষয়টি যদিও সুস্পষ্ট, কিন্তু এটি  
 তারা ই বোঝতে পারে, যারা বুদ্ধিমান। পক্ষান্তরে অমনোযোগিতা ও গোনাহ  
 যাদের বিবেককে অকর্মণ্য করে রেখেছে, তারা অতবড় তফাৎটুকুও বোঝে  
 না।

তৃতীয় আয়াতে উভয় দলের বিশেষ বিশেষ কাজকর্ম ও লক্ষণের  
 বর্ণনা শুরু হয়েছে। প্রথমে আল্লাহর বিধানাবলী পালনকারীদের গুণাবলী  
 বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে :

الَّذِينَ يُؤْفُونَ بَعْدَ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ - অর্থাৎ, তারা আল্লাহর সাথে কৃত  
 অসীকার পূর্ণ করে। সৃষ্টির সূচনায় আল্লাহ তাআলা বান্দাদের কাছ থেকে  
 যেসব অসীকার নিয়েছিলেন, এখানে সেগুলোই বোঝানো হয়েছে।  
 অবশেষে সর্বপ্রথম ছিল পালনকর্তা সম্পর্কিত অসীকার। এটি সৃষ্টির  
 সূচনাকালে সকল আত্মাকে সমবেত করে অসীকার নেয়া হয়েছিল বলা  
 হয়েছিল : أَسْتَبْرِكُمْ - অর্থাৎ, আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?  
 উত্তরে সবাই সম্মত বলেছিল : بلى, অর্থাৎ, হ্যাঁ, আপনি অবশ্যই  
 আমাদের পালনকর্তা। এমনিভাবে যাবতীয় বিধি-বিধানের আনুগত্য,  
 সমস্ত ফরয কর্মপালন এবং অবৈধ বিষয়াদি থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে  
 আল্লাহর পক্ষ থেকে উপদেশ এবং বান্দার পক্ষ থেকে স্বীকারোক্তি  
 কোরআন পাকের বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখিত হয়েছে।

দ্বিতীয় গুণ হচ্ছে وَالَّذِينَ يَتَّقُونَ عَهْدَ اللَّهِ - অর্থাৎ, তারা কোন  
 অসীকার ভঙ্গ করে না। ঐ অসীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তাআলা  
 ও বান্দার মধ্যে রয়েছে এবং এইমাত্র يُؤْفُونَ بَعْدَ مَا عَاهَدُوا اللَّهَ  
 বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া এসব অসীকারও এর অন্তর্ভুক্ত, যেগুলো উম্মতের  
 লোকেরা আপন পয়গম্বরের সাথে সম্পাদন করে এবং এসব অসীকারও  
 বোঝানো হয়েছে, যেগুলো মানবজাতি একে অপরের সাথে করে। আল্লাহ





উমাইয়াকে রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর কাছে প্রেরণ করল। সে বলল : আপনি যদি চান যে, আমরা আপনাকে রসূল বলে স্বীকার করে নেই এবং আপনার অনুসরণ করি, তবে আমাদের কতকগুলো দাবী আছে এগুলো কোরআনের মাধ্যমে পূরণ করে দিলে আমরা সবাই মুসলমান হয়ে যাব।

তাদের একটি দাবী ছিল এই যে, মক্কা শহরটি খুবই সংকীর্ণ। চতুর্দিক থেকে পাহাড়ে ঘেরা উচ্চভূমি, যাতে না চাষাবাদের সুযোগ আছে এবং না বাগ-বাগিচা ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের অবকাশ আছে। আপনি মু'জ্জের সাহায্যে পাহাড়গুলোকে দূরে সরিয়ে দিন—যাতে মক্কার যমীন প্রশস্ত হয়ে যায়। আপনিই তো বলেন যে, দাউদ (আঃ)-এর জন্যে পাহাড়ও সাথে সাথে তসবীহ পাঠ করত। আপনার কথা অনুযায়ী আপনি তো আল্লাহর কাছে দাউদের চাইতে খাটো নন।

দ্বিতীয় দাবী ছিল এই যে, আপনার কথা অনুযায়ী সুলায়মান (আঃ)-এর জন্যে যেরূপ বায়ুকে আচ্ছাবহ করে পথের বিরাট বিরাট দূরত্বকে সংক্ষিপ্ত করা হয়েছিল, আপনিও আমাদের জন্যে তদ্রূপ করে দিন—যাতে সিরিয়া ইয়ামনের সফর আমাদের জন্যে সহজ হয়ে যায়।

তৃতীয় দাবী ছিল এই যে, ঈসা (আঃ) মৃতদেরকে জীবিত করতেন। আপনি তাঁর চাইতে কোন অংশে কম নন। আপনিও আমাদের জন্যে আমাদের দাদা কুসাইকে জীবিত করে দিন—যাতে আমরা তাকে জিজ্ঞেস করি যে, আপনার ধর্ম সত্য কি না। (মাযহারী, বগতী, ইবনে আবী হাতেম ইবনে মরদুওয়াইহ)

আলোচ্য আয়াতসমূহে এসব হঠকারিতাপূর্ণ দাবীর উত্তরে বলা হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُئِرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ

الْمَوْتَى بَلَّ اللَّهُ الْأَرْضَ جَمِيعًا

এখানে جبال বলে পাহাড়গুলোকে স্বস্থান থেকে হটানো, قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ বলে সংক্ষিপ্ত সময়ে লম্বা দূরত্ব অতিক্রম করা এবং كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى বলে মৃতদেরকে জীবিত করে কথা বলা বোঝানো হয়েছে। لو এর জওয়াব স্থানের ইঙ্গিতে উহ্য রয়েছে ; অর্থাৎ لو كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى যেমন কোরআনের অন্য এক জায়গায় এমনি বিষয়বস্তু এবং তার এরূপ জওয়াবই উল্লেখ করা হয়েছে :

وَلَوْ أَنَّ نَارًا لَنَاءَ الْيَوْمِ الْمَلِكَةَ وَكَلِمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشْرَنَا عَلَيْهِمْ

كُلُّ شَيْءٍ مُّبَدَّلًا مَا كَانُوا يَشْعُرُونَ

অর্থ এই যে, যদি কোরআনের সাহায্যে তাদের এসব দাবী পূরণ করে দেয়া হয়, তবুও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না। কেননা, তারা এসব দাবীর পূর্বে এমনসব মু'জ্জেরা প্রত্যক্ষ করেছে, যেগুলো তাদের প্রার্থিত মু'জ্জের চাইতে অনেক উর্ধ্বে ছিল। রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ইশারায় চন্দ্রের দ্বিখণ্ডিত হওয়া, পাহাড়ের স্বস্থান থেকে সরে যাওয়া এবং বায়ুকে আচ্ছাবহ করার চাইতে অনেক বেশী বিস্ময়কর। এমনিভাবে তাঁর হাতে নিষ্কাশন কঙ্করের কথা বলা এবং তসবীহ পাঠ করা কোন মৃত ব্যক্তির জীবিত হয়ে কথা বলার চাইতে অধিকতর বিরাট মু'জ্জেরা। শবে মে'রাজে মসজিদে আকসা, অতঃপর সেখান থেকে নভোমণ্ডলের সফর এক সংক্ষিপ্ত সময়ে প্রত্যাবর্তন, বায়ুকে বশ করা সুলায়মানী তথ্যের অলৌকিকতার চাইতে অনেক মহান। কিন্তু জালেমরা এগুলো দেখার পরও বিশ্বাস স্থাপন করেনি। অতএব এসব দাবীর পেছনেও তাদের নিহত যে টালবাহানা করা—কিছু মেনে নেয়া ও করা নয়, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। মুশরেকদের এসব দাবীর লক্ষ্য এটাই ছিল যে, তাদের দাবী পূর্ণ না করা হলে তারা বলবে। (নাউযুবিল্লাহ) আল্লাহ তাআলাই এসব কাজ করার শক্তি রাখেন না, অথবা রসূলের কথা আল্লাহর কাছে শ্রবণযোগ্য ও গ্রহণযোগ্য নয়। এতে বোঝা যায় যে, তিনি আল্লাহর রসূল নন। তাই অতঃপর বলা হয়েছে : بَلَّ اللَّهُ الْأَرْضَ جَمِيعًا অর্থাৎ, ক্ষমতা সবটুকু আল্লাহ তাআলারই। উদ্দেশ্য এই যে, উল্লেখিত দাবীগুলো পূরণ না করার কারণ এই নয় যে, এগুলো আল্লাহর শক্তি বহির্ভূত ; বরং বাস্তব সত্য এই যে, জগতের মঙ্গলামঙ্গল একমাত্র তিনিই জানেন। তিনি স্বীয় রহস্যের কারণে এসব দাবী পূর্ণ করা সমীচীন মনে করেননি। কারণ, দাবী উত্থাপনকারীদের হঠকারিতা ও বদনিয়ত তাঁর জানা আছে। তিনি জানেন যে, এসব দাবী পূরণ করা হলেও তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না।

أَفَلَمْ يَلْمِزْ أَلَّيْمُنَ الْمُؤْمِنِينَ وَوَسَّاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسِ سَبِيلًا

- ইমাম বগতী বর্ণনা করেন, সাহাবায়ে কেরাম মুশরেকদের এসব দাবী শুনে কামনা করতে থাকেন যে, মু'জ্জেরা হিসেবে দাবীগুলো পূরণ করে দিলে ভালই হয়। মক্কার সবাই মুসলমান হয়ে যাবে এবং ইসলাম শক্তিশালী হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। অর্থ এই যে, মুসলমানরা মুশরেকদের ছলচাতুরী ও হঠকারিতা দেখা ও জানা সত্ত্বেও কি এখন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ব্যাপারে নিরাশ হয়নি যে, এমন কামনা করতে শুরু করেছে? অথচ তারা জানে যে, আল্লাহ তাআলা ইচ্ছা করলে সব মানুষকে এমন হেদায়েত দিতে পারেন যে, মুসলমান হওয়া ছাড়া তাদের গত্যন্তর থাকবে না। কিন্তু সবাইকে ইসলাম ও ঈমানে বাধ্য করা খোদায়ী রহস্যের অনুকূল নয়; খোদায়ী রহস্য এটাই যে, প্রত্যেকের নিজস্ব

ক্ষমতা অটুট থাকুক এবং এ ক্ষমতাবলে ইসলাম গ্রহণ করুক অথবা কুফর অবলম্বন করুক।

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَصَلِّ عَلَيْهِمْ وَأَقْرَبُهُمْ مِنْ دَارِهِمْ

—হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন : *قَارِعَةٌ* শব্দের অর্থ আপদ-বিপদ। আয়াতের অর্থ এই যে, মুশরিকদের দাবী-দাওয়া পূরণ করার কারণ এই যে, তাদের বদনিয়ত ও হঠকারিতা জানা ছিল যে, পূরণ করলেও বিশ্বাস স্থাপন করবে না। তারা আল্লাহর কাছে দুনিয়াতেও আপদ-বিপদে পতিত হওয়ার যোগ্য; যেমন মক্কাবাসীদের উপর কখনও দুর্ভিক্ষের, কখনও ইসলামী জেহাদ তথা বদর, ওহদ ইত্যাদিতে হত্যা ও কলীছের বিপদ নাথিল হয়েছে। কারণ উপর বন্ধ পতিত হয়েছে এবং কেউ অন্য কোন বাল্য-মুসীবতে আক্রান্ত হয়েছে *أَوْعَلُّنَّ قَرْيَبًا مِنْ دَارِهِمْ*

—অর্থাৎ মাঝে মাঝে এমনও হবে যে, সরাসরি তাদের উপর বিপদ আসবে না; বরং তাদের নিকটবর্তী জনপদের উপর বিপদ আসবে যাতে তারা শিক্কালাভ করে এবং নিজেদের কুপরিণামও দৃষ্টিগোচর হতে থাকে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ بَيِّنَاتٍ —অর্থাৎ, আপদ

বিপদের এ ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পূর্ণ না হয়ে যায়। কারণ, আল্লাহর ওয়াদা কোন সময় টলতে পারে না। ওয়াদা বলে এখানে মক্কা বিজয় বোঝানো হয়েছে। উদ্দেশ্য এই যে, তাদের উপর বিভিন্ন প্রকার আপদ আসতে থাকবে। এমন কি, পরিশেষে মক্কা

বিজিত হবে এবং তারা সবাই পরাজিত ও পর্যুদস্ত হয়ে যাবে।

আলোচ্য আয়াতে *أَوْعَلُّنَّ قَرْيَبًا مِنْ دَارِهِمْ* বাক্য থেকে জানা যায় যে, কোন সম্প্রদায় ও জনপদের আশেপাশে আযাব অথবা আপদ-বিপদ নাথিল হলে তাতে আল্লাহ তাআলার এ রহস্যও নিহিত থাকে যে, পার্শ্ববর্তী জনপদগুলোও হুশিয়ার হয়ে যায় এবং অন্যের দুরবস্থা দেখে তারাও নিজেদের ক্রিয়াকর্ম সংশোধন করে নেয়। ফলে অন্যের আযাব তাদের জন্যে রহমত হয়ে যায়, নতুবা একদিন অন্যদের ন্যায় তারাও আযাবে পতিত হবে।

حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَكَلِيمٌ بَيِّنَاتٍ —অর্থাৎ, কাফের

ও মুশরিকদের উপর দুনিয়াতেও বিভিন্ন প্রকার আযাব ও আপদ-বিপদের ধারা অব্যাহতই থাকবে, যে পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার ওয়াদা পৌঁছে না যায়। কেননা, আল্লাহ কখনও ওয়াদার খেলাফ করেন না।

ওয়াদার অর্থ এখানে মক্কা বিজয়। আল্লাহ তাআলা এই ওয়াদা রসূলুল্লাহ (সাঃ)—এর সাথে করে রেখেছিলেন। উদ্দেশ্য এই যে, পরিশেষে মক্কা বিজিত হয়ে কাফের ও মুশরিকরা পর্যুদস্ত হবেই ; এর পূর্বেও অপরাধের কিছু কিছু সাজা তারা ভোগ করবে। ওয়াদার অর্থ এ স্থলে কেয়ামতও হতে পারে। এ ওয়াদা সব পয়গম্বরের সাথে সব সময়ই করা আছে। ওয়াদাকৃত সেই কেয়ামতের দিন প্রত্যেক কাফেরও অপরাধী কৃতকর্মের পুরোপুরি শাস্তি ভোগ করবে।



বস্তুর মেয়াদ ও পরিমাণ আল্লাহ তাআলার কাছে লিখিত আছে। তিনি সৃষ্টির সূচনালগ্নে লিখে দিয়েছেন যে, অমুক ব্যক্তি অমুক সময়ে জন্মগ্রহণ করবে এবং এতদিন জীবিত থাকবে। কোথায় কোথায় যাবে, কি কি কাজ করবে এবং কখন ও কোথায় মরবে, তাও লিখিত আছে।

এমনিভাবে একথাও লিখিত আছে যে, অমুক যুগে অমুক পয়গম্বরের প্রতি কি ওহী এবং কি কি বিধি-বিধান অবতীর্ণ হবে। কেননা, প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক জাতির উপযোগী বিধি-বিধান আসতে থাকাই যুক্তিসঙ্গত ও ন্যায্যনুগ। আরও লিখিত আছে যে, অমুক পয়গম্বুর দ্বারা অমুক সময়ে এই মু'জ্জেয়া প্রকাশ পাবে।

তাই রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর কাছে এরূপ দাবী করা যে, অমুক ধরনের বিধি-বিধান পরিবর্তন করান অথবা অমুক ধরনের মু'জ্জেয়া দেখান— এটি একটি হঠকারিতাপূর্ণ ও আস্ত দাবী, যা রেসালত ও নবুওয়তের স্বরূপ-সম্পর্কে অজ্ঞতার উপর ভিত্তিশীল।

عِنْدَ اللَّهِ مَا يَسِّرُ وَيَعْسِرُ وَعِنْدَ اللَّهِ أُمُّ الْكِتَابِ এখানে

এর শাব্দিক অর্থ মূলগ্রন্থ। এতে লওহে-মাহফুয বোঝানো হয়েছে, যাতে কোনরূপ পরিবর্তন-পরিবর্ধন হতে পারে না।

আয়াতের অর্থ এই যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় অপার শক্তি ও অসীম রহস্য জ্ঞান দ্বারা যে বিষয়কে ইচ্ছা নিশ্চিহ্ন করে দেন এবং যে বিষয়কে ইচ্ছা বহাল ও বিদ্যমান রাখেন। এরপর যা কিছু হয়, তা আল্লাহর কাছে সংরক্ষিত থাকে। এর উপর কারও কোন ক্ষমতা চলে না এবং তাতে হ্রাসবৃদ্ধিও হতে পারে না।

সুফীয়ান সওরী, ওয়াকী প্রমুখ তফসীরবিদ হযরত ইবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে এ আয়াতের ভিন্ন তফসীর বর্ণনা করেছেন। তাতে আয়াতের বিষয়বস্তুকে ভাগ্যালিপির সাথে সম্পর্কযুক্ত সাব্যস্ত করা হয়েছে। আয়াতের অর্থ এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে যে, কোরআন ও হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী সৃষ্টজীবের ভাগ্য তথা প্রত্যেক ব্যক্তির বয়স, সারা জীবনের রিযিক, সুখ কিংবা বিপদ এবং এসব বিষয়ের পরিণাম আল্লাহ তাআলা সূচনালগ্নে সৃষ্টির পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অতঃপর সন্তান জন্মগ্রহণের সময় ফেরেশতাদেরকেও লিখিয়ে দেয়া হয় এবং প্রতি বছর শবে কদরে এ বছরের ব্যাপারাদির তালিকা ফেরেশতাদেরকে সোপর্দ করা হয়।

মোটকথা এই যে, প্রত্যেক সৃষ্টজীবের বয়স, রিযিক, গতিবিধি ইত্যাদি সব নির্ধারিত ও লিপিবদ্ধ। কিন্তু আল্লাহ তাআলা এ ভাগ্যালিপি

থেকে যতটুকু ইচ্ছা বাদ দেন এবং যতটুকু ইচ্ছা বহাল রাখেন। وَعِنْدَ اللَّهِ أُمُّ الْكِتَابِ -অর্থাৎ মিটানো ও বহাল রাখার পর যে মূলগ্রন্থ অবশেষে কার্যকর হয়, তা আল্লাহর কাছে রয়েছে। এতে কোন পরিবর্তন হতে পারে না।

এসব রেওয়াজে থেকে জানা যায় যে, আল্লাহ তাআলা কারও ভাগ্যালিপিতে যে বয়স, রিযিক ইত্যাদি লিখে দিয়েছেন, তা কোন কর্মের দরুন কম অথবা বেশী হতে পারে এবং দোয়ার কারণেও তা পরিবর্তিত হতে পারে।

আলোচ্য আয়াতে এ বিষয়বস্তুটিই এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, ভাগ্যালিপিতে বয়স, রিযিক, বিপদ অথবা সুখ ইত্যাদিতে কোন কর্ম অথবা দোয়ার কারণে যে পরিবর্তন হয়, তা ঐ ভাগ্যালিপিতে হয়, যা ফেরেশতাদের হাতে অথবা জ্ঞানে থাকে। এতে কোন সময় কোন নির্দেশ বিশেষ শর্তের সাথে সংযুক্ত থাকে। শর্তটি পাওয়া না গেলে নির্দেশটিও বাকী থাকে না। এ শর্তটি কোন সময় লিখিত আকারে ফেরেশতাদের জ্ঞানে থাকে এবং কোন সময় অলিখিত আকারে শুধু আল্লাহ তাআলার জ্ঞানে থাকে। ফলে নির্দেশটি যখন পরিবর্তন করা হয়, তখন সবাই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায়। এ ভাগ্যকে 'মুআল্লাক' (ঝুলন্ত) বলা হয়। আলোচ্য আয়াতের বর্ণনা অনুযায়ী এতে 'মিটানো' ও বাকী রাখা'র কাজ অব্যাহত থাকে। কিন্তু আয়াতের শেষ বাক্য وَعِنْدَ اللَّهِ أُمُّ الْكِتَابِ

-ব্যক্ত করেছে যে, 'মুআল্লাক ভাগ্য' ছাড়া একটি 'মুবরাম' (চূড়ান্ত) ভাগ্য আছে, যা মূলগ্রন্থে লিখিত অবস্থায় আল্লাহ তাআলার কাছে রয়েছে তা একমাত্র আল্লাহ তাআলার জ্ঞানের জন্মোই। এতে এসব বিধান লিখিত হয়, যেগুলো কর্মও দোয়ার শর্তের পর সর্বশেষ ফলাফল হয়ে থাকে। এ জন্মোই এটা মিটানো ও বহাল রাখা এবং হ্রাস-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। (ইবনে-কাসীর)

وَأَنْ مَّا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَجِدُ هُمْ وَأَنْتَ وَفِيكَ —এ আয়াতে

রসূলুল্লাহ (সাঃ)-কে সাস্ত্বনা দেয়ার জন্মো বলা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে ওয়াদা করেছেন যে, ইসলাম চূড়ান্ত বিজয় লাভ করবে এবং কুফর ও কাফেররা অপমানিত ও লাজ্বিত হবে। আল্লাহর এ ওয়াদা অবশ্যই পূর্ণ হবে। কিন্তু আপনি এরূপ চিন্তা করবেন না যে, এ বিজয় কবে হবে। সম্ভবতঃ আপনার জীবদ্দশাতেই হবে এবং এটাই সম্ভব যে, আপনার ওফাতের পরে হবে। আপনার মানসিক প্রশান্তির জন্মো তো এটাই যথেষ্ট যে, আপনি অহরহ দেখছেন, আমি কাফেরদের ভূখণ্ড